নতুন কোন করারোপ ছাড়াই সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩'শ ৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা

মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, সিলেট প্রতিনিধি ঃ নতুন করারোপ ছাড়াই সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের ৩শ' ৩ কোটি ৪৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার দুপুর ১২টায় নগর ভবনের মিলনায়তনে সিটি মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান এ বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেটে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে ৬০ কোটি ৭৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা আয় ধরা হয়েছে। বাকী ২৪২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বহিঃ উৎস থেকে সংস্থান হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। বাজেটে হোল্ডিং ট্যাক্সকে অভ্যন্তরীণ আয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ খাত হিসেবে ধরা হয়েছে। এ খাত থেকে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ৪০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। বহিঃ উৎসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা করে সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে সরকারী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ও সরকারী বিশেষ মঞ্জুরী খাতে। আয়ের সমপরিমাণ ব্যয় ধরে ঘোষিত বাজেটে রাজস্ব খাতে সর্বাধিক ব্যয় ধরা হয়েছে সাধারণ সংস্থাপন খাতে। এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর উপর নতুন কোনো করারোপ করেনি। নতুন করারোপ ছাড়াই ৩শ' ৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটে আয়-ব্যয় সমপরিমাণ রাখা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬০ কোটি ৭৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এছাড়া বহিঃউৎস থেকে সম্ভাব্য আয় হিসেবে এডিপি ৫০ কোটি টাকা, সরকারী বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ৫০ কোটি টাকা, বন্যা পুনঃবাসন প্রকল্প খাতে ১০ কোটি টাকা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প খাতে ১৫ কোটি টাকা, কর্পোরেশনের অবকাঠামো, পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধণ প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা, গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড় সম্প্রসারন ও ওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা, সুরমা নদী পাড়ের পায়ে চলা পথ নির্মাণ প্রকল্প ৫ কোটি টাকা, বর্জ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ১০ কোটি টাকা, আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ প্রকল্প ১০ কোটি টাকা, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প ১০ কোটি টাকা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ২০ কোটি টাকা, ট্রাক টার্মিণাল নির্মাণ ৭ কোটি টাকা, গরুর বাজারের জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ ৩ কোটি টাকা, ইলেক্ট্রনিক্স ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন ৫০ লাখ টাকা, ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ১৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে মার্কেট নির্মাণ বাবদ প্রাপ্ত সেলামী ও বাগবাড়ী আবাসিক প্রকল্প খাতে ৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। বাজেটে রাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২১ কোটি ১৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। রাজস্ব ব্যয়ের বড় খাত খাত হচ্ছে সাধারণ সংস্থাপন ৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এছাড়া পানি সরবরাহ শাখার সংস্থাপন, লাইনের সংযোগ, পাম্প হাউস মেরামত, সংস্কার, নলকুপ মেরামত ও সংস্কার ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ কোটি ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। বাজেটে রাজস্ব খাতে উন্নয়ন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।

এছাড়া এডিপি এর অধীনে ৫০ কোটি টাকা, সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ৫০ কোটি টাকা, বন্যা পুনঃবাসন প্রকল্প খাতে ১০ কোটি টাকা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ১৫ কোটি টাকা, কর্পোরেশনের অব কাঠামো ও পরিবেশ উন্নয়ন, সৌন্দর্যবর্ধণ ১০ কোটি টাকা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ১৮ কোটি টাকা, সুরমা নদীর পাড়ে পায়ে চলা পথ নির্মাণ ৫ কোটি টাকা, বর্জ ব্যবস্থাপনা ১০ কোটি টাকা, নগর ভবন নির্মাণ ১০ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি ক্রয় ১০ কোটি টাকা, গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড় সম্প্রসারণ ও ওভার ব্রিজ নির্মাণ ১০ কোটি টাকা, ট্রাক টার্মিণাল ৫ কোটি টাকা, গরু বাজারের জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ ১ কোটি টাকা, ইলেকট্রনিক্স ট্রাফিক সিগনাল স্থাপন ৫০ লাখ টাকা, ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ১৫ কোটি টাকা, বস্তি উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রকল্প খাতে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে সিটি মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

এনাম হত্যা মামলা হত্যা মামলা রায়

সিলেটে ১ জনের ফাঁসী ১০ জনের যাবজ্জীবন

সিলেট প্রতিনিধি ঃ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ বাজারে এনাম হত্যা মামলার রায়ে একজনকে ফাঁসি ও ১০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছেন।

গত সোমবার বিজ্ঞ বিচারক মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলাম চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার রায়ে মেহবুবুর রহমান ওরফে জুয়েল (২৫) কে মৃত্যুদন্ড এবং জুয়েদ (পলাতক), করিম (পলাতক), মামুনুর রহমান (পলাতক), খলিল (পলাতক), সালেহ আহমদ (পলাতক), ইমতিয়াজুর রহমান, মাহফুজুর রহমান ওরফে জুয়েল, জাহাঙ্গীর, ছালেক ও সামাদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ১৭ ই জুলাই বেলা সাড়ে ১১ টায় গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ পূর্ব বাজারে নাদিয়া ইলেক্ট্রিক্যাল দোকানে ঢুকে সন্ত্রাসীরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এনাম আহমদকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনার পরদিন তার ভাই সেলিম আহমদ বাদি হয়ে ২০ জনের বিরুদ্ধে গোলাপগঞ্জ থানায় মামলা (নং-১০/০৬ তারিখ-১৮-০৭-০৬ইং) দায়ের করেন। মামলাটি এসআই মামুন উর রশিদ তদন্ত শেষে ১৭ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। আদালত ২৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে এ রায় প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, নিহত এনাম এবং দন্ডপ্রাপ্তরা ওই সময় ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন দিতে ফোন করুন-০২০৭৪২২০০০৬

সিলেটে জেনারেল মঈনকে তিনটি প্লট দিয়ে সেনানিবাসের ২০টি টিলার মাটি কেটে নিয়ে গেছে আবাসিক প্রকল্প

সিলেট প্রতিনিধি ঃ সদ্য সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদের ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি বড় কলঙ্ক লেগে আছে সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাসে। সম্পূর্ণ প্রাইভেট একটি আবাসিক প্রকল্পের প্লট ডেভেলপ করার জন্য সেনানিবাস এলাকার অন্তত ২০ টি টিলা কেটে মাটি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তার নির্দেশে। বিনিময় তিনি ঐ আবাসিক প্রকল্পে ১৫ কাটার ৩টি প্লটের মালিক হয়েছেন বিনা পয়সায়। গত দু'বছর এই প্লট ৩টিতে তার নাম খচিত সাইন বোর্ড ঝুলানো থাকলেও সম্প্রতি ক্ষমতার পালা বদলের পর তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও জেনারেল মঈনের প্রত্যক্ষ নির্দের্শে ওই আবাসিক প্রকল্পে সরকারী খরচে গ্যাস লাইন ও রাস্তা পাকা করন করা হয়েছে। আর প্রকল্পের ভেতরে সুউচ্চ টিলা কেটে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে প্লট দেয়া হয়েছে জেনারেল মঈনকে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেটের বটেশ্বর এলাকায় জালালাবাদ সেনানিবাসের প্রজাপতি ফটকের বিপরীতে ১৯৮২ সালে সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠে শহীদ কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্প। প্রকল্পের নকশা মোতাবেক এখানে বর্তমানে ৫ কাটার ৬'শ ৫০টি প্লট রয়েছে। শুরু থেকেই ক্যান্টনম্যান্টের নাম ব্যবহার করে প্রতারণার বহুমুখি জাল বিস্তার করে এ আবাসন কোম্পানী। প্রকল্পটি এক সময় ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হবে এমন তথ্য মেমোরেন্ডামে উল্লেখ থাকলেও এর সাথে নূন্যতম সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছে ক্যান্টনম্যান্ট কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ ক্যান্টনম্যান্টের নাম ব্যবহার করে প্লট গ্রহিতাদের সাথে প্রতারনা আর এলাকাবাসীকে নানাভাবে হয়রানী করে আসছে এ আবাসন কোম্পানী।

কোম্পানীর মেমোরেন্ডামে সেনা কর্মকর্তা এবং সমাজের প্রথম শ্রেনীর সুনাগরিকদের মধ্যে প্লট বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই সুবাদে জালালাবাদ সেনানিবাসে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করা বেশ ক'জন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা প্লট পেয়েছেন এই আবাসিক প্রকল্পে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রভাবশালী ক'জন সেনা কর্মকর্তাকে প্লট দিয়ে অবলিলায় সেনা নিবাসের নাম ব্যবহার করে জনসাধারণকে প্রতারিত করে যাচ্ছে এই কোম্পানী। আর এই প্রতারণা কর্মে মূল কুশীলবের ভূমিকা পালন করছেন সেনা কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ট সিলেটের একজন বহুল বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল। অমুক্তিযোদ্ধা হয়েও ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী দু'বছর তিনি দাপটের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সিলেট বিভাগীয় কমান্ডারের পদ দখল করে সিলেট জুড়ে বিতর্কের ঝড় তুলেন। এসময়ে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে তৎকালীন যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মোশারফের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল শহীদ কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক।

সেনানিবাসের নাম ব্যবহার করে এই কোম্পানী দূর্নীতির মহোৎসব চালিয়েছে ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী দু'বছর। এসময় জালালাবাদ সেনানিবাসের সেনাপতি টিলা এলাকায় প্রায় ২০টি উচু উচু টিলা কেটে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদের নির্দেশে। আর এই সবক'টি টিলার মাটি ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যায় শহীদ কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। সেনানিবাসের টিলাকাটা মাটি দিয়ে ডেভেলপ করা হয় এই প্রকল্পের শত শত প্লট। তৎকালীন সেনা প্রধানের সাথে এই কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলের বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে এ কাজটি হয়েছে বলে অভিযোগ এলাকার মানুষের। সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলও এ অভিযোগ স্বীকার করে বলেছেন, সেনাবাহিনীর শীর্ষ লেভেলের অনুমতি নিয়েই তিনি মাটি এনেছেন। তবে তার মতে, আন্তর্জাতিক মানের 'ফায়ারিং রেঞ্জ' তৈরীর জন্য সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্তেই টিলাগুলো কাটা হয়েছে। তিনি কেবল কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে মাটি সংগ্রহ করেছেন। টিলা কাটার সঙ্গে তার কোন নীতিনির্ধারনী সম্পর্ক নেই বলে জানান সুব্রত।

এদিকে, মঈন উ আহমদের নির্দেশে গত বছর কোটি টাকা ব্যয়ে এ আবাসিক প্রকল্পে ৫ কিলোমিটার গ্যাস সংযোগ প্রদান করে সরকারী সংস্থা জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী। এ ব্যাপারে জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কিস্তিতে টাকা পরিশোধের শর্তে কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্পে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছিল। এই সংযোগ প্রদানে জালালাবাদ গ্যাসের প্রায় কোটি টাকা ব্যয় হলেও সংযোগ ফি বাবদ ২০ লক্ষ টাকা কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয় এ কোম্পানীকে। এই ২০ লাখ টাকার মধ্য থেকেও এখনো ৮ লাখ টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।স্থানীয় কানুগুল গ্রামের এক কিলোমিটার রাস্তা ইট সলিংয়ের জন্য গত বছরের জুন মাসে ২৬ লাখ টাকার সরকারী বরাদ্দ প্রতারণামূলকভাবে শহীদ কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্পের নিজস্ব রাস্তায় ব্যবহার করা হয়। তৎকালীন যৌথবাহিনীর অধিনায়কের মৌখিক নিদের্শে কানুগুল রাস্তার পরিবর্তে ওই আবাসিক প্রকল্পের রাস্তা ইট সলিং করে এলজিইডি। এব্যাপারে এলাকাবাসীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক আহমদ। এ নিয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে দফায় দফায় বৈঠক হলেও রাস্তার কাজ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি বলে জানা গেছে।

এদিকে, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারী অর্থে নানান সুযোগ সুবিধা প্রদান করায় কর্ণেল এম আর চৌধুরী আবাসিক প্রকল্পে তিনটি প্লট উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে মঈন উ আহমদকে। গত বছর সিলেট সফরকালে মঈন উ আহমদ নিজে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে তার প্লটগুলো বুঝে নেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সরেজমিন পরিদর্শনকালে এই প্রতিবেদকের সাথে কথা হয় স্থানীয় কানাগুল গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। গ্রামের মুরব্বী মাহতাব উদ্দিন, হারুনুর রশীদ, আব্দুল জলিল, লতিব আলী, মাহমুদ আলী মখন প্রমুখ জানান, গত ২ বছর 'স্বত্তাধিকারী-জেনারেল মঈন উ আহমদ' খচিত সাইনবোর্ড তার প্লটের সামনে টানানো ছিল। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আঁধারে তা নামিয়ে ফেলে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ সেনাবাহিনীর ভয় দেখিয়ে সহজ সরল গ্রামবাসীদের জিম্মি করে রেখেছে এই আবাসন কোম্পানী। কানুগুল গ্রামের রাস্তা, গোপাট এবং ছড়া এমনকি অনেক পরিবারের বাড়িঘর প্রকল্পের নকশায় ঢুকিয়ে ওই কোম্পানী তা এলোকেশন এর মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে বিক্রী করছে বলেও অভিযোগ করেন গ্রামের লোকজন।

এছাড়া চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে অসংখ্য পরিবারকে পানির দরে ভিটে বিক্রী করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছে এরা। সরকারী টাকায় রাস্তা ইট সলিং হলেও সে রাস্তা দিয়ে এলাকাবাসীর চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।